# কালো হাত

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম 'মিত্র-ঘোষ' সংস্করণ, চৈত্র ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন—কানাই পাল
মুদ্রণ—কুইক প্রিন্টিং সার্ভিস

াবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে ্ ্ট, কলিকাতা ১
র কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
লিকাতা ৯ হইতে পি, কে, পাল কর্তৃক মুদ্রিত

'কালোপাঞ্জা' অনেকদিন আগে লিখেছিলাম। আজ দীর্ঘকাল পরে তার সংশোধন করতে বসে পরিবর্তনের ও পরিবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে নামটাও পরিবর্তিত হল। আশা করি আমার পাঠক-পাঠিকারা নতুন নামে আমূল সংশোধিত উপন্যাসটি পূর্ব প্রীতি দিয়েই গ্রহণ করবেন।

'উল্কা'
২৬।এ গড়িয়াহাট রোড
কলিকাতা ১৯

গ্রন্থকার

# কালোহাত

## প্রথম পর্ব

## ॥ এক ॥

বসন্ত তখনও আসে নি। তবে মাঝে মাঝে বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছে এবং বিলীয়মান শীতের শেষ আমেজটুকু ঝরাপাতার বিদায়গীতির সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে যাচ্ছে যেন যাবার আগের শেষ কথাটিই।

দীর্ঘদিনের একটানা পরিশ্রমে শরীর ও মন দুটোই ক্লান্ত। তিন মাসের ছুটি নিয়েছিলাম, তাও প্রায় ফুরিয়ে এল। ভেবেছিলাম এই তিন মাসের ছুটিতে কত জায়গায়ই না ঘুরব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথাও যাওয়া হয় নি। আজ কাল করে করে ঘরে বসে অর্থাৎ লাইব্রেরী ঘরে বসে বসেই বই পড়ে দিন কাটছিল। এবং অখণ্ড ঐ অবসরে বই পড়তে পড়তে যখন ক্লান্ত বোধ করি, আরাম চেয়ারটার উপরে গা ঢেলে দিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকি—আর মনে পড়ে কত কথাই। মানুষের জীবনটা কি বিচিত্র! জীবনে রং-বেরংয়ের কত খেলা নিত্য চলেছে কত ভাবে। অবিশ্যি এর একটা ধরাবাঁধা গতি আছে, যেটা গড্ডলিকা প্রবাহের মতই চলে। মাঝে মাঝে দু-চারটে বুদ্‌বুদ্‌ জাগে কিন্তু ওই পর্যন্তই। পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে হয়।

ওহে সুব্রতচন্দ্র!

চমকে মুখ তুলে তাকালাম, দেখি বন্ধুবর কিরীটী হাস্যমুখে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে।

কিরীটী—আয় বোস্।

কিরীটী হাসতে হাসতে এসে সামনের একখানা চেয়ার অধিকার করে বসল।

তারপর, কী সংবাদ?

সংবাদ—সংবাদ আর কী! শুয়ে বসে কাটাচ্ছি।

অর্থাৎ হাতে এত প্রচুর সময় যে, মনে হচ্ছে যেন কাটতেই চাইছে না! তাই তো?

কতকটা তাই বটে। মৃদু হেসে জবাব দিই।

তবে চল্ আমার সঙ্গে ঘুরে আসবি।

কোথায়? আবার বিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

চল্‌ই না। বসেই তো আছিস। কিরীটী বলে।

আপত্তি নেই, কিন্তু কোথায়?

মধুপুর। কিরীটী বলে।

মধুপুর ?

হ্যাঁ, শোন্ সু, আজকের ডাকে হঠাৎ এক চিঠি পেয়েছি, এই সেই চিঠি। বলতে বলতে কিরীটী পাঞ্জাবির নিচের পকেটের ভিতর হাত চালিয়ে একটা সাদা রংয়ের বেশ পুরু ও শৌখিন মুখখোলা খাম বের করে আমার হাতে দিল, দেখ্, পড়্!

কার চিঠি ? প্রশ্ন করি।

পড়েই দেখ্ না। উপন্যাস পড়ে শেষ করবার আগেই শেষের পরিচ্ছেদটা পড়ে নেওয়া, স্কুলের মেয়েদের মত কৌতূহল কেন ?

মৃদু হেসে চিঠিখানা খুলে ফেললাম।

খামের মধ্যে পুরু সাদা লেটার-পেপার, উপরে নীল রংয়ের কালিতে মনোগ্রাম S. C.

প্রিয় কিরীটীবাবু,

আপনাকে আমি চিনি না, আপনিও আমাকে চেনেন না। কিন্তু আমি আপনার কথা বহু শুনেছি, চাক্ষুষ আপনাকে না দেখলেও। আমার নাম সন্তোষ চৌধুরী। একটা বিশেষ কারণে আপনার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হচ্ছি। বিশ্বাস করুন, আমার জীবন অত্যন্ত বিপন্ন। আপনার সাহায্য আমার একান্ত দরকার। এই চিঠি পাওয়া মাত্রই দেরি না করে কোন্ ট্রেনে আসছেন নিচের ঠিকানায় তার করবেন। স্টেশনে আমি আমার গাড়ি পাঠাব। যা আপনার পারিশ্রমিক তার অতিরিক্তই দেব। আশা করি অবিলম্বে যাত্রা করবেন। সাক্ষাতে সব কথা হবে। ইতি—

২১শে ফাল্গুন, '৫২ ভবদীয়

মাধবী ভিলা, মধুপুর সন্তোষ চৌধুরী

চিঠিটার আগাগোড়া পড়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চিঠিটা কিরীটীর হাতে ফেরত দিতে দিতে বললাম, বুঝলাম।

যাবি নাকি ?

কিন্তু কী ব্যাপার তা না জেনেই—আপত্তি নেই!

ব্যাপার না জেনেই যে যাচ্ছি ঠিক তা নয়। ব্যাপারটা কিছু কিছু যেন অনুমান করতে পারছি। তা হলে তোকে খুলেই বলি। যাব আমি মনস্থির করেছি দুটো কারণে—প্রথমতঃ চিঠিটা ভাল করে পরীক্ষা করলেই দেখতে পাবি,